মুখবন্ধ

মুখবন্ধ

বাংলা কথাসাহিত্যের উর্বর প্রান্তরভূমিতে সৃষ্টির বৈচিত্র্যে, মৌলিক কল্পনার রূপায়ণে, যুগধর্মের উজ্জ্বল প্রতিফলনে, সৌন্দর্যসৃষ্টির অদ্ভুত কৌশলে, গভীর জীবন উপলব্ধিতে, বিষয় ভাবনা ও প্রকাশকলার অভিনবত্বে রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্রোত্তর যুগে যাঁদের অবদানে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশী কিংবদন্তী প্রবাদপুরুষ-বহু রশ্মি বিশিষ্ট একটি নক্ষত্র। তাঁর সৃষ্টি প্রতিভা বহুরূপী ও বহুমুখী। তাঁর প্রতিটি সাহিত্য শাখা স্ফটিকখণ্ডে প্রতিফলিত সূর্যকিরণের মতো নয়নাভিরাম কিরণমালায় উদ্ভাসিত বলে প্রমথনাথ বিশী একজন সব্যসাচী সাহিত্যিক। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় অবাধ বিচরণ করে প্রেম ও প্রকৃতিবিষয়ক কাব্য, সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, দেশাত্মবোধক ও প্রকৃতি বিষয়ক উপন্যাস, রোমান্স ও পরিহাসের যুগল মিলনযুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক নাটক, মননশীল সমালোচনা সাহিত্য, বিচিত্র চরিত্রের বিশ্লেষণযুক্ত বিচিত্র সংলাপ, জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও অনুভূতিযুক্ত হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গ বিদ্রূপে পূর্ণ, ইতিহাস রসের সঙ্গে মানব জীবনরস যুক্ত ও অতিপ্রাকৃতমূলক ছোটগল্প প্রমথনাথ আমাদের উপহার দিয়েছেন। আবার তিনি শুধু একজন জনপ্রিয় লেখকই নন, একজন সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক, সুরসিক, সুপণ্ডিত, সুবক্তা, সাংবাদিক, পত্রিকা সম্পাদক, রাজনীতিজ্ঞ এবং সমাজসচেতক শিল্পী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি খ্যাতি ও স্বীকৃতির চরমে পৌঁছেছিলেন। এমনি একজন মহৎ সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব কথাসাহিত্যের ইতিহাসে খুব কমই আবির্ভূত হয়েছেন।

দুর্ভাগ্যবশত এমন একজন বড় মাপের স্রষ্টা যিনি জগৎ ও জীবনকে অসাধারণ নৈপুণ্যে কথাশিল্পের আধারে তুলে ধরেছেন, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনেকটা আড়ালে থেকে গেছেন। এমন একজন মহৎ শিল্পীকে ভুলে যাওয়া নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতির কারণ। টি. এস. এলিয়ট সাহিত্য সমালোচনাকৃত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে প্রতি একশ বছর অন্তর লেখক বা সাহিত্যিকের রচনার পুনর্মূল্যায়ন করা দরকার। কারণ তার ভিতর দিয়েই একজন লেখকের যথার্থ পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

এলিয়টের এই মন্তব্য যে কোন মহৎ লেখক সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং তা প্রমথনাথ বিশীর মতো লেখকের ক্ষেত্রেও। সৌভাগ্যবশত, ২০০১ সালে প্রমথনাথ বিশীর জন্মশতবর্ষ উৎসব পালিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর সাহিত্যসৃষ্টির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এলিয়টের মূল্যবান নির্দেশ ছাড়াও এই স্মরণীয় লগ্ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রস্নেহধন্য প্রমথনাথ বিশীর জন্ম রাজশাহীর এক ঐতিহ্যশালী পরিবারে। তারপর তিনি ছাত্রজীবনের প্রাথমিক পর্ব কাটিয়েছেন শান্তিনিকেতনে এবং সেই সূত্রে তিনি নিবিড়ভাবে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সেই ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি রবীন্দ্রপ্রেরণায় সাহিত্য সৃষ্টিতে মগ্ন হন এবং আমৃত্যু তাতে ব্রত ছিলেন। শান্তিনিকেতন

ছেড়ে তিনি রাজশাহীতে ফিরে আসেন পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করেন। সেখানেই তিনি যথাক্রমে পত্রিকা বিভাগে চাকুরীতে যোগ দেন এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাংলা অধ্যাপক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপক পদে বৃত থেকে অধ্যাপনা করেন। শান্তিনিকেতন, রাজশাহী ও কলকাতার জনজীবন ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং সমকালের বিভিন্ন ঘটনা ও তজ্জনিত অভিজ্ঞতাকে তাঁর কথাসাহিত্যে রূপদান করেন।

একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এমন একজন মহৎ লেখক তাঁর জীবিতাবস্থায় পাঠক সমাজের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁর উপন্যাস বিশেষত গল্প একদা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অথচ আরো অনেক লেখকের মতো তাঁর মৃত্যুর পরে প্রমথনাথ বিশী সম্ভবত ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন। যদিও তাঁর জন্মশতবর্ষকে ঘিরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছে-নিবেদিত হয়েছে শ্রদ্ধার্ঘ্য তা নিঃসন্দেহে গৌরবের। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। তাঁর বাগ্ বৈদগ্ধ্যের ও সাহিত্য কীর্তির সার্থক মূল্যায়ন হয়েছে সন্দেহ নেই। বস্তুত তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে উপন্যাস ব্যতীত অন্যকোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয় নি। অথচ শতবর্ষ অতিক্রান্ত হবার পরও তাঁর প্রবন্ধ, কাব্য, নাটক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। স্বরাজ্যে স্বরাট কথার কারিগর প্রমথনাথ বিশী একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পকার। ছোটগল্পই যে তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র তার মূল্য সম্পর্কে অধ্যাপক ও বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায় কিংবা কোন কোন লেখক মূল্যবান আলোচনা করলেও প্রমথনাথের ছোটগল্প নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা হয়নি বলেই আমার ধারণা। জীবনের বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গভীর সহানুভূতি তাঁর ছোটগল্পকে দিয়েছে বিশিষ্টতা। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো আজও পাঠকদের গভীরভাবে আকর্ষণ করে। জীবনবাদী লেখক প্রমথনাথের ছোটগল্পে আধুনিক গল্পের আত্মআবিষ্কার ও আত্মজিজ্ঞাসা জীবনের খণ্ড খণ্ড এবং ক্ষণিক মুহূর্ত প্রতিবিম্বিত হয়েছে জগৎ জীবনের যে কোন ভাসমান উপাদান নিয়ে বিষয়, বর্ণনা, ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে গতানুগতিক পথে না হেঁটে নূতনত্বের সন্ধান করেছেন-জগতের সবকিছু ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে তা তিনি বুঝেছেন বলেই তাঁর ছোটগল্পের অভিপ্রায় বিস্ময়কর। প্রমথনাথের প্রতিটি ছোটগল্প যেন সোনার কিরণের মত বিচ্ছুরিত মণি মঞ্জুষা। বলাবাহুল্য একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক লগ্নেও তাঁর সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রমথনাথ বিশীর মতো এরকম একজন বড়মাপের ছোটগল্পকারের সৃষ্টির মূল্যায়ন করাই আমার গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি আমার গবেষণার বিষয় হিসাবে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পকে নির্বাচন করেছি। বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে আমার গবেষণা নির্দেশক প্রমথনাথ বিশীর পরম স্নেহধন্য ড. প্রণয়কুমার কুণ্ডু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান মহাশয়ের নির্দেশে এই গবেষণা প্রকল্পের মহান কাজে ব্রতী হয়েছি। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে তিনি নানান জ্ঞাতব্য জানিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। তিনি আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদনের মূল পাথেয়। তার প্রতিটি পরামর্শ এবং ছোটগল্প বিষয়ের গভীর জ্ঞান আমার কাছে দিক নির্দেশকারী।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পঃ মূল্যায়ন বিষয়ে গবেষণার কাজ করতে গিয়ে আমাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কর্মসূত্রে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকার মহান দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ও সাংসারিক-দায়িত্ব নির্দ্ধিধায় পালন করে আমাকে গবেষণার কাজে অগ্রসর হতে হয়েছে। তাঁর ছাব্বিশটি গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি সংগ্রহ করতে আমাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। বস্তুত নানা সূত্রে তাঁর রচিত গল্পগুলি সংগ্রহ করেছি সেই সঙ্গে কথাসাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করতে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়েছে। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করা যেতে পারে খুব সাম্প্রতিককালে তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা না থাকায় গবেষণা কাজ করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্প গ্রন্থগুলি আমাকে বহুবার পাঠ করে সেখান থেকে গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে। এছাড়া কিছু মূল্যবান ছবি গবেষণা গ্রন্থে সংযোজন করেছি।

গবেষণা গ্রন্থ রচনার সময় আমি প্রচলিত বাংলা বানান অনুসরণ করেছি। সেই সঙ্গে প্রমথনাথের জীবনবোধ কতখানি ছোটগল্পে প্রতিফলিত তার অনুসন্ধান করেছি, এছাড়া গল্পগুলির সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা ও মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। গবেষণার কাজ করতে গিয়ে যতদূর সম্ভব গবেষণা গ্রন্থকে তথ্য ভারাক্রান্ত ও নীরস না করে যথাসম্ভব সরস ও অনুভববেদ্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমার গবেষণাগ্রন্থ কম্পিউটারের মাধ্যমে খুব দ্রুত মুদ্রণ করতে হয়েছে। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মুদ্রণে হয়তো বা কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। বলাবাহুল্য এই ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত। আশা করি তা ক্ষমার যোগ্য।

বিনয়াবনত

শ্রীমতী সতী চক্রবর্তী (আচার্য)